জসীমউদ্‌দীনের অপ্রকাশিত কবিতা

মাধুরী মাখানো করুণ মুরতি

এ বছর কবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-২০০৩) জন্মশতবর্ষ। গত ১৪ মার্চ পার হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুদিন। জসীমউদ্‌দীনের কিছু রচনা এখনো অপ্রকাশিত। তাঁর সাতটি অপ্রকাশিত কবিতা এখানে ছাপা হলো। লক্ষ্যণীয় এর একটি গদ্যকবিতা। কবিতাগুলো পাওয়া গেছে কবিপুত্র জামাল আনোয়ারের সৌজন্যে।

স কা ল নি দা ঘ

অমন করুণ মাধুরী মাখান
তোমার মুরতি খানি,
বল বল সেথা লুকায়ে রেখেছ
কোন সে দুঃখবাণী।
কোন সে আঘাত, কোন সে অভাব
কোন সে সমাজ নীতি,
দিনে দিনে হায় নিবিয়ে দিতেছে
তব জীবনের গীতি।
প্রীতির কুসুম না ফুটিতে হায়
অকালে ঝরিতে চায়,
নববসন্তে দারুণ নিদাঘ
আসিতেছে পায় পায়।
কোথায় জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
কোথায় পুষ্পরথ,
অভাবের জালে আজিকে দৈত্য
ঘিরিয়েছে তব পথ।

২.

গ্রা মে র মে য়ে

মেঘেরা দিয়েছে হায়, ধান পাতা রঙ তায়,
কাহার ঝিয়ারি ওই গেঁয়ো পথ দিয়ে যায়।
দেব তারে মাঠ হতে বউটুবানীর ফুল,
কলমী কুসুম আনি দুকানে দোলাব দুল।
দেব ওর গায়ে মেখে মাঠের শ্যামল ঘাস,
মমতা-কুসুমে সাজি মিটাইব যত আশ।
দেব ওরে মতিরঙা রামধনুকের শাড়ি,
হিজল ফুলের মালা গলায় মানাবে ভারি।
দুহাতে কণকচাঁপা দুলাব দখিনা বায়
ডাহুকের গান আনি শুনাইব বনছায়।
ও যেন একটি মোহ একটি কুহক আর
শস্যশ্যামল মাঠ ভরিয়া মুরতি তার।
নানা বরনের রঙে সাজায়ে এ রূপরানী
ঋতুতে ঋতুতে দেব নূতন বসন আনি।

৩.

তুমি আঁধারে বসিয়া গাঁথিয়ো তারার মালা
আমি একাকী বিভোল রজনী জাগিয়া
তোমারে হেরিব বালা
তব চিত-চোরা যদি নাহি আসে
যদি বুক দোলে দীরঘ নিশাসে
আমার বুকের যত বেদনায়
রূপ পাবে তব জ্বালা
গগনের বুকে যত তারা ফোটে
যত তারা নিবে যায়
কুড়ায়েছ বাঁধি ও সজনী তব
মালিকার গায়
নিঠুর কঠোর দিনের আলোকে
নিবিবে তাহারা আঁখির পলকে
আমার দেশেতে আমি ঘুম যাব
তুমি ঘুমাইও বালা।

৪.

এ্যা লি জা কে

তোমায় দেব মাঠটি ভরা
কুসুম ফুলের হাসি,
তোমায় দেব বনের শোভা
হিজল ফুলের রাশি।
তোমায় দেব ঘরটি গড়ে
হলদে পাখির পাখে,
কুটুম পাখি ঘুম ভাঙ্গাবে
কুটুম কুটুম ডাকে।
তোমার বাড়ির ধারের বনে
ডাহুক পাখি হয়ে
রোজ তোমারে গান শোনাব
বৃষ্টি বাদল লয়ে।
কেয়া পাতার নৌকা ভরে
আনব ফুলের বাস
তোমার সনে আমার সনে

আলাপ বার মাস।
১২/১২/৭০

৫.

শু ভা কা ঙ্ক্ষী

সুখ যেন তব সাথে সাথে রহে
ভাগ্যের লাল পরী
চলে যেন সদা তোমার সঙ্গে
মঙ্গলগান করি।
তোমার জন্য হোক ছায়াতরী
কলসিতে মিঠে পানি
সদা যেন রহে সুশীতল হয়ে
তৃষিত পথিকে টানি।
ঈদের চাঁদের বাঁকা তরী বেয়ে
আসে যেন সওগাত,
নবীর হাতের জয়তুন মালা
শুভে যেন তব হাত।
লোবানের মত অঙ্গসুবাসে
মোহিও সৃজন জন,
অতিথি জনের কলকাকলীতে
ভরা থাক তব মন।
আকাশের মত বিস্তৃত হোক
তোমার মমতা স্নেহ,
ঘরহারা তরে খুলিয়া রাখিও
  তব আশ্রয়গেহ।
১৭/১২/৭০

৬.

মৃ ত্যু নে ই

ওদের কখনো মৃত্যু নেই
ওরা দেহান্তরিত
মানুষের মাঝে, তোমাদের লোকালয় থেকে
একটু দূরে সরে আছে, এক অলৌকিক আনন্দে।

ওদের মৃত্যু নেই
অন্ধকারে কেবল শান্তির প্রত্যাশায়
আত্মগোপন করে
যুগে যুগে ওরা ফিরে আসে
বিলুপ্ত চেতনায় সংহত বেদনা যত
মৌন মূক নর-নারীর মাঝে জন্ম নেয়
নিজের অস্তিত্বের মাঝে জন্ম নেয়

ওদের কখনো মৃত্যু নেই।
২১/১১/৭৫

৭.
তোমায় আমি ছড়া হয়ে জুড়িয়ে দেব
তোমায় আমি কথা হয়ে কুড়িয়ে নেব
গানের সুরে উড়িয়ে দিয়ে
বাঁশির সুরে আনব নিয়ে
বিকিয়ে তোমায় চাঁদের হাঁটে
আনবো কিনে শাড়ির পাটে
কলকলানি হাসির ধারা
গাঙের সোতে হয় না হারা
গান গাহিয়া ভাটির সুরে
আনবো টেনে এই মুকুরে
৩১/৫/৭৫
পি.জি. হাসপাতাল